# রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
আমীর, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

# রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার

অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষে সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোটের নির্বাচন বয়কট ও সেই লক্ষ্যে গৃহীত অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যে অরাজকতা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তা ছিল গোটা দেশবাসীর জন্য শ্বাসরুদ্ধকর ও অসহনীয়। অতঃপর মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংবিধানের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে 'রাষ্ট্রীয় জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করতে বাধ্য হন ২০০৭-এর ১১ জানুয়ারীতে। নতুন করে কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন এবং বেসামরিক প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য সেনাবাহিনীকে আহ্বান জানান।

মূলত: ঐ দিন থেকেই অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের বিধানের লক্ষ্যে, নির্বাচনকে কালো টাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব মুক্ত করার জন্য রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলসমূহের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। চার মাসব্যাপী বিভিন্ন সংস্থা আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক, টিভি চ্যানেল আয়োজিত টকশো, পত্র-পত্রিকায় সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় প্রভৃতির মাধ্যমে এখন এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আলোচিত এই সংস্কার প্রসঙ্গে উত্থাপিত অসংখ্য প্রস্তাব পরামর্শের পাশাপাশি আমি সকলের বিবেচনার জন্য কিছু প্রস্তাব পরামর্শ পেশ করতে চাই একান্তই ব্যক্তিগত মত হিসেবে। কারণ ঘরোয়া রাজনীতিরও সুযোগ না থাকার কারণে দলীয় নীতি নির্ধারণী ফোরামের বৈঠকে খোলামেলা আলোচনা করা ছাড়া দলীয় মতামত জানানোর সুযোগ আমাদের সংগঠনের নেই। তবে আমার ব্যক্তিগত মতও নিছক মত নয়, আমাদের দলীয় সংগঠন এটাই অনুসরণ করে আসছে ঐতিহ্যগতভাবে।

www.pathagar.com

যে প্রেক্ষাপটে জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে, অনুরূপ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্যই একটি অর্থবহ সংস্কার অবশ্যই সফল হতে হবে। এ জন্য সকলের সহযোগিতা করা জাতীয় কর্তব্য।

এ যাবত বিভিন্নভাবে যেসব মতবিনিময়, সংলাপ ও আলাপ-আলোচনা চলে আসছে বিগত চারমাসব্যাপী, তাতে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ মোটেই উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি। রাজনীতিতে অর্থবহ সংস্কার হতে হলে তা অবশ্যই রাজনীতিবিদদের নিয়েই করতে হবে। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে বা উপেক্ষা করে যদি কিছু করা হয় তা বাস্তব সম্মত হতে পারে না। সেই সাথে সংস্কার আলোচনায় এদেশের আলেম সমাজকে একেবারেই অনুপস্থিত দেখা যাচ্ছে। এটাকেও আমরা শুভ লক্ষণ মনে করতে পারি না। কারণ বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের সাথে তাদেরও একটা সম্পর্ক আছে যা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না।

বড় রকমের সংস্কারমূলক কাজ সাধারণতঃ কোনো সংস্কারকের নেতৃত্বে হয়ে থাকে। আর যারা সফল সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন তারা ক্ষণজন্মা পুরুষ বা যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। এমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি অবহিত নই। এমন কোন ক্ষণজন্মা পুরুষ বা যুগ স্রষ্টা ব্যক্তি ছাড়াই যদি সংস্কারমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে হয়, অর্থবহ ও কার্যকর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের রাজনীতিতে গুণগত এবং মানগত পরিবর্তন আনতে হয়, তাহলে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজ ও সংস্কৃতিতে যারা কমবেশি ভূমিকা রাখেন তাদের খোলামেলা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংস্কারের উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে ঐকমত্য গড়ে উঠতে হবে। আর এরূপ আলাপ-আলোচনারও আগে বাংলাদেশের ৩৬ বছরের রাজনৈতিক পরিস্থতির চড়াইউৎড়াই সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে রাজনীতির এই রুগ্নদশা কেন হল, তার কারণগুলো খোলা মনে নিরপেক্ষভাবে চিহ্নিত করতে হবে। কথায় বলে 'সঠিক রোগ নির্ণয়ই অর্ধেক চিকিৎসা।' অতএব আমাদের অসুস্থ রাজনীতিকে সুস্থ করতে হলে সঠিক রোগ নির্ণয় ও ঐ রোগের কারণ চিহ্নিত করার কোনো বিকল্প নেই। দলীয় পরিচয় থাকার কারণে এই প্রসঙ্গে আমি নিজস্ব মত না দিয়ে যেসব বিষয় বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কেবল সেগুলোর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

(ক) বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ফসল। এতদসত্ত্বেও দীর্ঘ ৩৬ বছরে এখানে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকরূপ পেল না কেন?


www.pathagar.com

(খ) জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্যে অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে কেয়ারটেকার পদ্ধতিতে কয়েকটি নির্বাচন দেশের ভেতরে বাইরে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া সত্ত্বেও নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন সংবিধান নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হতে পারলো না কেন?

(গ) বর্তমানে অসুস্থ রাজনীতির দায়ভার কি শুধু রাজনীতিবিদদের উপর বর্তায়? না এ ব্যাপারে দেশের সুশীল সমাজ, আমলা, ব্যবসায়ী এবং মিডিয়ারও কোনো দায়-দায়িত্ব আছে?

(ঘ) বিশ্বায়নের বা গ্লোবাল পলিটিকসের কোনো প্রভাব বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এখানে আছে কিনা। সেই সাথে আমাদের উন্নয়ন সহযোগী ও তাদের আশীর্বাদপুষ্ট এনজিও নেটওয়ার্কেরও কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা?

(ঙ) প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ব্যক্তিতন্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠতে পারল না কেন?

(জ) রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনার পরিবর্তে সংঘাত, সংঘর্ষ ও সহিংসতা প্রাধান্য পেল কেন?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর খুঁজে বের করতে পারলেই সঠিক ভিত্তির উপর সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে। আলোচিত সংস্কার কাজটি নিঃসন্দেহে একটি খুবই কঠিন কাজ। তাই বলে অসম্ভব মনে করার কোনো কারণ নেই। প্রয়োজন সদিচ্ছার এবং সংস্কারমুক্ত মনের। প্রয়োজন ন্যায় নিষ্ঠার ও আন্তরিকতার সাথে দেশের অসুস্থ রাজনীতিকে সুস্থ করে তোলার দৃঢ় সংকল্প এবং অঙ্গীকার। সংস্কার কার্যক্রম অবশ্যই একটি মৌলিক ইস্যু। তাই মৌলিক কিছু কার্যক্রমের মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখাই হবে বাস্তবসম্মত। আমি এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

## এক

বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্রের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট সুনির্দিষ্ট করতে হবে এবং এই ব্যাপারে অবশ্যই ঐকমত্য গড়ে তুলতে হবে।

আজকের বাংলাদেশ ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে মুসলিম জাতি সত্ত্বার স্বাতন্ত্র রক্ষার দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। আমাদের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিও এটাই।


www.pathagar.com

আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় চার জাতীয় নেতা মরহুম শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মরহুম মাওলানা ভাসানী ও মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম জাতি সত্তার স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক ছিলেন। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহযোগি মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মরহুম তাজুদ্দীন ও খোন্দকার মুসতাক আহমদ তাদের তরুণ বয়সে ঐ আন্দোলনে শরীক ছিলেন। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে পদার্পণ করে ১০ জানুয়ারিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভাষণে মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে ঘোষণাটি কেন দিয়েছিলেন তার তাৎপর্য ভেবে দেখার দাবী রাখে। এখানেই শেষ নয়। তিনি এর বাস্তবতার উপলব্ধি থেকেই প্রতিবেশী দেশ ও রাশিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওআইসির শীর্ষ সম্মেলনে লাহোরে যোগদানের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৫-এর সিপাহী জনতার মাঝে যে আবেগ অনুভূতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন– তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজন করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও আস্থাকে সকল কাজের উৎস হবার ঘোষণা দিয়ে। এ পর্যায়ে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে সংবিধানে স্থান দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশকে এখান থেকে পেছনে টানার সুযোগ নেই। কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। এখানে মুসলিম শাসন ছিল দীর্ঘ ছয়শত বছর। দুশ' বছরের বৃটিশ শাসনেরও প্রথম ৫০ বছর আদালতে চালু ছিল ইসলামী শরীয়া আইন। দুশ' বছরের শাসনে তারা এটাকে মেটাতে চেয়েও পুরোপুরি মেটাতে পারেনি। আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তি এটাই। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ভিত্তিমূল হিসেবে এটার প্রতি সকলের স্বীকৃতি অবশ্যই থাকতে হবে।

## দুই

রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সংস্কার ও সংশোধন প্রক্রিয়া স্বস্ব দলকেই করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বড় জোর একটি গাইড লাইন দেয়া যেতে পারে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচনায় যা গুরুত্ব পেয়ে আসছে তা হলো, রাজনৈতিক দলগুলোকে ব্যক্তিতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজস্ব দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক দল যদি নিজেদের গঠনতন্ত্র বা সংবিধান নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে


www.pathagar.com

তাহলে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। মূল সমস্যা হচ্ছে অধিকাংশ দলেই গঠনতন্ত্র নিছক এক কাগুজে দলিল– যা অনুসরণের কোনো ধার কেউ ধারে না।

রাজনীতিকে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা থেকে অবশ্যই মুক্ত করা উচিত। সেই সাথে নেতিবাচক এবং বিক্ষোভনির্ভর রাজনীতিচর্চাও কোনো স্বাধীন দেশের উপযোগী হতে পারে না। রাজনীতিকে অবশ্যই আদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক হতে হবে। ইতিবাচক হতে হবে। যুক্তি ভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক রাজনীতিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে দলগুলোকে স্বউদ্যোগে এগিয়ে আসতে হবে। এ জন্যে সরকার ও বুদ্ধিজীবী মহলের পক্ষ থেকে নৈতিক চাপও থাকতে হবে।

রাজনৈতিক দলের কোন পর্যায়েই দুর্নীতিগ্রস্থ ও সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বে রাখা যাবে না। কারো বিরুদ্ধে এধরনের অভিযোগ উঠলে দলীয়ভাবে তদন্ত করতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেওয়া যাবে না বা দলীয় প্রভাব খাটানো যাবে না।

নেতৃত্ব নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতে হবে। নেতৃত্বের জবাবদিহিতাসহ সকল ফোরামে খোলামেলা আলোচনার সুযোগ থাকতে হবে। দলীয় প্রধানকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদানের খারাপ দৃষ্টান্ত পরিহার করতে হবে।

## তিন

আন্তঃদলীয় সম্পর্ক বৈরীতামুক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে। রাজনীতির মূল দাবী দেশের ও জনগণের সার্বিক কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা। এটা ক্ষমতার মসনদে বসে যেমন করা যায়, ক্ষমতার বাইরে থেকে, এমনকি বিরোধী দলীয় ভূমিকায় থেকেও করা সম্ভব। তাই দেশের এবং জনগণের ক্ষতি হয়, দুর্ভোগের কারণ হয়, এমন যাবতীয় কার্যক্রম থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলা একে অপরের প্রতিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বি হতে পারে। কিন্তু কেউ কার শত্রু নয়। প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে একদল অপর দল থেকে উত্তম আদর্শ ও কর্মসূচি পেশ করবে। আদর্শ, কর্মসূচি এবং নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্বের স্বতঃস্ফূর্ত গণস্বীকৃতিই হবে তাদের আসল পুঁজি। এ জন্যে সহিংসতা নয়, বল প্রয়োগ নয়, যুক্তি এবং বুদ্ধির বলকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্যে একটি বাস্তবসম্মত আচরণ বিধি হওয়া দরকার– যা শুধু কাগুজে দলিল না হয়ে বাস্তবায়ন অপরিহার্য হতে হবে।


www.pathagar.com

## চার

হরতাল, অবরোধসহ সন্ত্রাস নির্ভর কর্মসূচি নিষিদ্ধ হতে হবে– জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে। আজকাল হরতাল, অবরোধ এবং ধর্মঘট জাতীয় কোন কর্মসূচিতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন থাকে না। বল প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন ছাড়া এ জাতীয় কোনো কর্মসূচিই সফল হতে পারে না। অতএব রজানীতিকে সন্ত্রাস ও পেশী শক্তির প্রভাবমুক্ত করতে হলে হরতাল, অবরোধ ধরনের কর্মসূচি চলতে দেয়া কিছুতেই ঠিক হতে পারে না।

## পাঁচ

উন্নয়ন ও উৎপাদনমূখী কাজে বাধাসৃষ্টি চিরতরে বন্ধ করতে হবে। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে কোনো অবস্থায় বাধাগ্রস্থ করতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে কঠোরভাবে অঙ্গিকারাবদ্ধ হতে হবে। দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে, জনগণকে জিম্মি করে কোনো মহলকেই রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের সুযোগ দেয়া যাবে না।

## ছয়

সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সব আচরণবিধি এ পর্যন্ত প্রণয়ন করা হয়েছে, তা কাগজে-কলমে যথেষ্ট প্রশংসিত হলেও বাস্তবে মোটেই অনুসৃত হয়নি। এটাকে যতই উন্নতরূপ দেয়া হোক না কেন, বাস্তবে কার্যকর করতে না পারলে কোনো লাভ নেই। নির্বাচনে প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে নিরপেক্ষতা এবং পেশিশক্তি ও কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আলাপ আলোচনায় গুরুত্ব পেলেই হবে না–এটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। এ জন্যে রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বউদ্যোগে সংযত আচরণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসনকেও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্বাচনের রায় মেনে নেয়ার মনোভাব না থাকাটা অবশ্যই গণতন্ত্রের পরিপন্থী। অতীতে যাই হোক না কেন সামনে এটাকে পরিহার করতেই হবে।

জাতীয় সংসদ হল আইন সভা। এর সদস্যগণ হলেন আইন প্রণেতা। তাদেরকে এই কাজেই মনোযোগী থাকতে হবে। উন্নয়নমূলক কাজ থেকে তাদেরকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা নিশ্চিত করতে হবে। সংসদে সংসদীয় রীতি ও কার্যপ্রণালী বিধি নিষ্ঠার সাথে অনুসরণে অভ্যস্ত হতে হবে। কথায় কথায় ওয়াকআউট ও বয়কটের খারাপ সংস্কৃতি পরিহারের উদ্যোগ নিতে হবে।


www.pathagar.com

ব্যক্তিগত ক্রোধ আক্রোশ পরিহার করে জনস্বার্থে ভূমিকা রাখার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে – পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে।

রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে সংসদের ভেতরে ও বাইরে আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো অবস্থায় সংঘাত সংঘর্ষের পথ অনুসরণ করা যাবে না। আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা না হলে সংবিধানকেই মানতে হবে। সংবিধান লংঘন বা বিধিবহির্ভূতভাবে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। সংবিধান সংশোধন ও সংযোজন সাংবিধানিক-উপায়েই হতে হবে। যতক্ষণ সংশোধনের ব্যবস্থা না হচ্ছে, ততক্ষণ সংবিধানের বিদ্যমান ব্যবস্থাই অনুসরণ করতে হবে।

দলীয় আয় ব্যয় সংরক্ষণের ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের কার্যকর ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

## সাত

দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশীদের জড়িত করার প্রবণতা রুখতে হবে। আমরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। আমাদের দেশের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি দেশের জনগণ। এখানে ছুতোনাতা কিছু একটা হলেই বিদেশীদের দ্বারে ধরণা দেয়া, দেশের কোনো ইস্যুতে বিদেশী কূটনীতিকদের প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদানের খারাপ সংস্কৃতি উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় ঐকমত্য ও অঙ্গিকারের ভিত্তিতে এর অবসান হওয়া দরকার। আমাদের সংবিধানের ভিত্তিতে 'সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়' নীতির অনুসরণ, সরকারি দল বিরোধী দল, সবাইকে করতে হবে নিষ্ঠার সাথে। কাউকে প্রভুত্বের আসনে বসানো যাবে না, আবার কাউকে শত্রুও বানানো যাবে না।

## আট

আমাদের দেশের আর্থ সামাজিক উন্নতি অগ্রগতিতে দেশী-বিদেশী, সরকারি, বেসরকারি সকল সংস্থার আন্তরিক সহযোগিতা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু এই সুযোগে কাউকে দেশের রাজনীতিতে নাক গলানোর সুযোগ দেয়া যায় না। সম্প্রতি এদের তৎপরতাও দেশের রাজনীতিতে, অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির কারণ ঘটিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে রাখঢাক না করে সুস্পষ্ট ও কার্যকর নীতিমালা হওয়া দরকার।


www.pathagar.com

**নয়**

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী হিসেবে বিবেচনায় রেখে তাদেরকে সকল প্রকারের চাপমুক্ত অবস্থায় দেশের ও রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিতে হবে। দলীয়ভাবে চিহ্নিত করে তাদের দায়িত্ব পালনে ও পেশাগত উন্নয়নে কোনো কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করা বন্ধ করতে হবে।

**দশ**

ছাত্র ও শ্রমিক সমাজকে রাজনৈতিক দলসমূহের ক্ষমতা লাভের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের খারাপ রীতির অবসান ঘটাতে হবে।

সর্বশেষে একটি আবেদন পেশ করে আমার এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবনার উপসংহার টানতে চাই, তা হলো – যত উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালাই প্রনয়ণ করা হোক না কেন, মানুষের মন মগজে ও চরিত্রে একটা অর্থবহ পরিবর্তন আনা ছাড়া কোনো সংস্কার কার্যক্রমই সফল হবে না, হতে পারে না। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার এই বহুল আলোচিত বিষয়গুলোকে যদি আমরা বাস্তবেই গুরুত্ব দিতে চাই, বাস্তবে রূপ দিতে চাই, তাহলে আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদির্শত আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতার বিকাশ নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। অন্য ধর্মের যারা আছেন, তারা স্ব স্ব ধর্মের ভিত্তিতে নীতি নৈতিকতার অনুশীলন করে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে এগিয়ে আসুক – এটা আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যারা ইসলামের অনুসারী, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর যে নিয়ামতটি তারা বিনা চেষ্টায় হাতের নাগালের কাছে পেয়ে আসছেন, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে এগিয়ে আসতে হবে এবং এটাই ঈমানের দাবী। জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এটাই বেশি কার্যকর হতে পারে। #

---

* এ নিবন্ধটি ২২/০৫/০৭ তারিখে দৈনিক সংগ্রাম ও দিনকাল পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে "রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার প্রসঙ্গে" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এছাড়া দৈনিক যুগান্তর, আমারদেশ, নয়াদিগন্ত এবং The New Nation পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন তারিখে প্রকাশিত হয়।


www.pathagar.com

www.pathagar.com

যত উন্নত ও বিজ্ঞান সম্মত নীতিমালাই প্রণয়ন করা হোক না কেন, মানুষের মনমগজে ও চরিত্রে একটা অর্থবহ পরিবর্তন আনা ছাড়া কোন সংস্কার কার্যক্রমই সফল হবে না, হতে পারে না। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার এই বহুল আলোচিত বিষয়গুলোকে যদি আমরা বাস্তবেই গুরুত্ব দিতে চাই, বাস্তবে রূপ দিতে চাই, তাহলে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা.) প্রদর্শিত আদর্শ ও নীতি নৈতিকতার বিকাশ নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই।

**প্রকাশক :** অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম, চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ৫০৪/১ এলিফ্যান্ট রোড, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
**প্রকাশ কাল :** জুলাই ২০০৭, মুদ্রণে : আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস। মূল্য : ৬.০০